কনফেডারেশন কাপ : জার্মানি ২০০৫

চ্যাম্পিয়নদের চ্যাম্পিয়নশিপ

কাকা : ব্রাজিলের মাঝ মাঠের ম্যাজিক

১৫ জুন ২০০৫। ৮টি দেশের জাতীয় দল নিয়ে শুরু হচ্ছে ফিফা কনফেডারেশন কাপ। বিশ্বকাপ '০৭-এর দেশ জার্মানিতে... লিখেছেন **হাসান জামান**

৬টি কনফেডারেশনের চ্যাম্পিয়ন দল। কোপা আমেরিকা ও বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ব্রাজিল, ওশেনিয়া অঞ্চল থেকে অস্ট্রেলিয়া, ইউরো চ্যাম্পিয়ন গ্রিস, এশিয়া চ্যাম্পিয়ন জাপান, উত্তর আমেরিকার জয়ী দল মেক্সিকো, আফ্রিকার চ্যাম্পিয়ন তিউনিসিয়া। সঙ্গে কোপা আমেরিকা রানার্সআপ ও অলিম্পিক জয়ী আর্জেন্টিনা আর আয়োজক জার্মানি। এই ৮টি দল নিয়ে ১৫ জুন শুরু হচ্ছে ১৫ দিনব্যাপী আয়োজন ফিফা কনফেডারেশন্স কাপ। ৭মবারের মতো আয়োজনে এ আসর সবচেয়ে বর্ণাঢ্যভাবে অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

২০০৬ সালে জার্মানিতে বসবে বিশ্বকাপের জমজমাট আসর। তারই প্রস্তুতি হয়ে যাচ্ছে তাদের। নতুন-পুরাতন মোট ৫টি ভেন্যুতে খেলাগুলো অনুষ্ঠিত হবে। ভেন্যুগুলো হলো হ্যানোভার, লিপজিগ, কোলন, নুরেমবার্গ ও ফ্রাংকফুর্ট।

সব দেশ তাদের সম্ভাব্য সেরা দলটি পাঠিয়েছে। তবে ইনজুরি টুর্নামেন্টের জৌলুশ অনেকটা কেড়ে নিয়েছে। শীর্ষ দল ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনা সেরা দল পাঠাতে পারেনি। ব্রাজিলের মূল সমস্যা ইনজুরি। আর্জেন্টিনা নতুনদের সুযোগ দিতে চাচ্ছে। তবে ইকুয়েডরের সঙ্গে ম্যাচের পর তাদের এ ভাবনায় পরিবর্তন আসতে পারে। অন্যদিকে আয়োজক জার্মানি কিছু ইনজুরি সমস্যায় আক্রান্ত। বাকি দলগুলোর কমবেশি ইনজুরি সমস্যা আছে।

এ সব সমীকরণ টুর্নামেন্টটাকে একদমই একপেশে হতে দেবে না। প্রতিষ্ঠিত শক্তিগুলো তাদের সাফল্য ধরে রাখতে চাইছে। অন্যদিকে আন্ডারডগ দলগুলো তাদের সামর্থ্য প্রমাণে বদ্ধপরিকর।

নাকাতা : জাপানের পরিশ্রমী খেলোয়াড়

আইমার : মাঝ মাঠ আগলে রাখবেন আর্জেন্টিনার

২টি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে দলগুলো পরস্পরের মোকাবেলা করবে। 'ক' গ্রুপে আছে আর্জেন্টিনা, জার্মানি। সঙ্গে অস্ট্রেলিয়া ও তিউনিসিয়া। এ গ্রুপটা তুলানমূলক সহজ। প্রতিদ্বন্দ্বিতা সেভাবে হয়তো হবে না।

অন্যদিকে 'খ' গ্রুপে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই চলবে। বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ব্রাজিল পরিষ্কার ফেভারিট। আরেকটি স্থান নিয়ে লড়াই চলবে গ্রিস, মেক্সিকো আর জাপানের মাঝে। নিজ গ্রুপের মোকাবেলায় সেরা দুটি দল সেমিফাইনাল খেলবে। সেমিফাইনালে জয়ী দল মুখোমুখি হবে ২৯ জুন, ফাইনালে।

গ্রুপ 'ক'	গ্রুপ 'খ'
আর্জেন্টিনা	ব্রাজিল
অস্ট্রেলিয়া	গ্রিস
জার্মানি	জাপান
তিউনিশিয়া	মেক্সিকো

'ক' গ্রুপ

আর্জেন্টিনা

ফিফা র‍্যাংকিং-৩

কোচ- হোসে পেকারম্যান

আয়ালা, ক্রেসপোদের মতো অভিজ্ঞ খেলোয়াড়রা দলে নেই। বলা যায়, আর্জেন্টিনা তাদের পুরোশক্তির দল পাঠায়নি। তবে বিশ্বকাপ বাছাই ম্যাচে ইকুয়েডরের সঙ্গে হারার পর এ সিদ্ধান্ত পরিবর্তনও হতে পারে। অন্যদিকে পেকারম্যান দায়িত্ব নেবার পর থেকে ভেরন দলে সুযোগ পাচ্ছেন না। তবুও আর্জেন্টিনা মোটেই দুর্বল দল নয়। এ আসরে

শিরোপা জয়ের সব ক্ষমতাই তাদের আছে। ওয়াল্টার স্যামুয়েল, জ্যাভিয়ের জেনেত্তি, ডিয়েগো প্লেসেন্তে আর গ্যাব্রিয়েল হেইঞ্জদের নিয়ে গড়া রক্ষণদুর্গ যেকোনো আক্রমণ সামলাতে পারে।

মাঝমাঠে হুয়ান রিকুয়েলমে, পাবলো আইমার আর এস্তেবান ক্যাম্বিয়াস সবাই পরীক্ষিত পারফর্মার।

আর ফরোয়ার্ড লাইনে আছে কার্লোস তেভেজ, স্যাভিওলা, সিজার ডেলগাডো, লুইসিয়ানো ফিগুয়েরোয়া। যেকোনো দলের রক্ষণ ভাঙতে সক্ষম সবাই।

জার্মানি

ফিফা র‍্যাংকিং-১৯

কোচ- জার্গেন ক্লিন্সম্যান

র‍্যাংকিংয়ে যতটা দুর্বল দেখায়, ততটা দুর্বল দল তারা নয়। অন্যদিকে নিজেদের মাঝে কিছু করে দেখানোর চোয়ালবদ্ধ প্রতিজ্ঞা থাকবে তাদের। শিল্পী নয়, বরঞ্চ তারা অনেক যান্ত্রিক ফুটবল খেলে। রক্ষণ ঠিক রেখে আক্রমণে যায়। গত বিশ্বকাপ হিরো মিরোস্লাভ ক্লোজকে মিস করছে ইনজুরির জন্য। হ্যানম্যানের ইনজুরিও তাদের অনেকটা দুর্বল করে দিয়েছে। গোলবার সামলানোর জন্য আছেন অলিভার কান আর জেন্স লেম্যান। কান ঠিক ফর্মে নেই। হয়তো লেম্যান কাজটি করবেন। সাম্প্রতিক সময়ে নজরকাড়া পারফর্মেন্স তার। রক্ষণভাগ সামলাবেন হিংকেল, ফ্রেডরিখ, হাথ্, ওয়োমোয়েলা, ক্রিশ্চিয়ান স্কাল্জরা। মাঝমাঠে আছে মাইকেল বালাক, ফ্রিঙ্গস, সেবাস্টিয়ান ডেইজলাররা। বালাক তো মিডফিল্ডে এ মুহূর্তে অন্যতম বিশ্বসেরা। আক্রমণভাবে আছেন মাইক হ্যাঙ্ক, থমাস ব্রাডরিক, লুকাস পোডোলস্কি, কেভিন কুরানি। মাঝমাঠ থেকে বালাকের নেতৃত্বে আক্রমণভাগ যেকোনো কিছু করে ফেলতে সক্ষম।

রোনালদিনহো : †Ljvi djvdj GKvB e`‡j w`‡Z cv‡ib

অস্ট্রেলিয়া

ফিফা র‍্যাংকিং-৫৬

কোচ- ফ্রাংক ফারিনা

দলের বড় তারকা ভিদুকার ইনজুরি তাদের অনেক দুর্বল করে দিয়েছে। অন্যদিকে নিয়মিত খেলোয়াড় ব্রেসিয়ানো আর গ্রেলার অনুপস্থিতি অনেক বড় ধাক্কা। সেই ধাক্কা কতটুকু সামলাতে পারে সেটা দেখার বিষয়। টুর্নামেন্টে তাদের বড় লক্ষ্য নিজেদের ক্ষমতাটা দেখানো। বড় কিছু করে ফেলার প্রত্যাশা নেই। তবে নিজেদের দিনে অঘটন ঘটানোর ক্ষমতা তাদের আছে। রক্ষণভাগ সামলাবেন কেভিন মাসকাট, ক্রেইগ মুর, লুকাস নীল, টনি ভিদমার, টনি পোপোভিকরা। মাঝমাঠে ব্রেট এমারটন, স্কট চিপারফিল্ড, লিউক উইল্কশায়ার, সাইমন কোলোসিমো, জেসন কুলিনারা দায়িত্ব পালন করবেন। সঙ্গে আক্রমণে আছেন জন অ্যালয়সি, আর্চি থম্পসন, ডেভিড জেডরিলিকরা।

তিউনিসিয়া

ফিফা র‍্যাংকিং-৪০

কোচ- রজার লেমেরে

কোচ লেমেরের নেতৃত্বে দলটা অনেক

m¨wfIjv : Av‡RvUbvi avi‡jv A¯

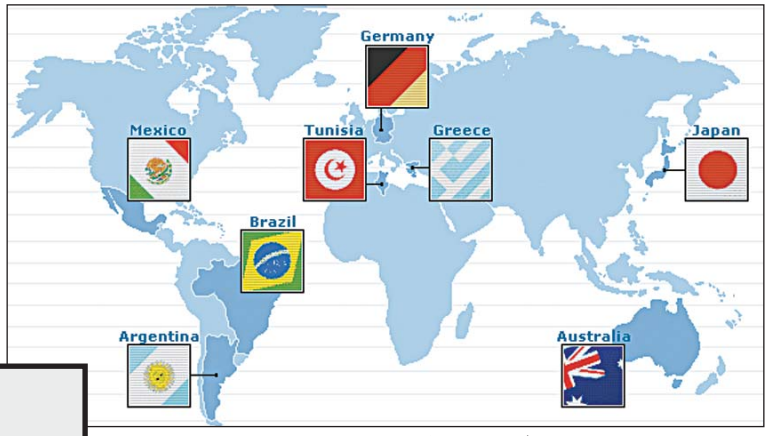

কনফেডারেশন কাপের ৮টি দেশের ভৌগলিক অবস্থান

গ্রুপ ম্যাচ

তারিখ	ভেন্যু	দল
১৫ জুন	কোলন	আর্জেন্টিন-তিউনিশিয়া
১৫ ”	ফ্রাংকফুর্ট	জার্মানি-অস্ট্রেলিয়া
১৬ ”	হ্যানোভার	জাপান-মেক্সিকো
১৬ ”	লিপজিগ	ব্রাজিল-গ্রিস
১৮ ”	কোলন	তিউনিশিয়া-জার্মানি
১৮ ”	নুরেমবার্গ	অস্ট্রেলিয়া-আর্জেন্টিনা
১৯ ”	ফ্রাংকফুর্ট	গ্রিস-জাপান
১৯ ”	হ্যানোভার	মেক্সিকো-ব্রাজিল
২১ ”	লিপজিগ	অস্ট্রেলিয়া-তিউনিশিয়া
২১ ”	নুরেমবার্গ	আর্জেন্টিনা-জার্মানি
২২ ”	ফ্রাংকফুর্ট	গ্রিস-মেক্সিকো
২২ ”	কোলন	জাপান-ব্রাজিল

সেমিফাইনাল

২৫ জুন	নুরেমবার্গ	‘ক’ গ্রুপ জয়ী-‘খ’ গ্রুপ দ্বিতীয়
২৬ জুন	হ্যানোভার	‘খ’ গ্রুপ জয়ী-‘ক’ গ্রুপ দ্বিতীয়
২৯ জুন	লিপজিগ	তৃতীয় স্থান নির্ধারণী ম্যাচ

ফাইনাল

২৯ জুন	ফ্রাংকফুর্ট	ফাইনাল

সুসংহত হয়েছে। সাফল্যও আসছে। এখন তারা আফ্রিকা চ্যাম্পিয়ন। দলে বড় কোনো তারকা নেই। টিমওয়ার্ক তাদের মূল ভরসা। গোটা দলটি অসম্ভব পরিশ্রম করে খেলে। এটাই তাদের সাফল্যের মূলমন্ত্র। টুর্নামেন্টে তারা এসেছে আপসেট ঘটাতে। বিন্দুমাত্র দুর্বলতার সুযোগ নেবার ক্ষমতা তাদের আছে। কোচ জানালেন তাদের লক্ষমাত্রা সেমিফাইনাল খেলা।

রক্ষণভাগ সামলাবেন উইসেম আবদি, হাতেম ট্রাবেলসি, রাধি জাইদি, আনিস আয়ারি, ক্লাইটনরা।

মাঝমাঠে আছেন মেহেদি নাফতি, জওহার মানারি, আদেল চাদলি। আক্রমণভাগে স্যান্টোস, করিম, এসেদিরি, জিয়াদ, জাজিরি, হেইকেল গুয়েমানদিয়া, ইসাম জোমা।

'খ' গ্রুপ

ব্রাজিল

ফিফা র‍্যাংকিং-১

কোচ- আলবার্তো পেরেইরা

বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ব্রাজিল সন্দেহাতীতভাবেই

Awj fvi Kvb GLbI ``vš d‡g

টুর্নামেন্টের ফেভারিট। তবে নিয়মিত খেলোয়াড় কাফু আর কার্লোস দলে নেই। রোনালদো নিজেকে প্রত্যাহার করেছেন ব্যক্তিগত কারণে। আরেক নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড় অ্যালেক্স ইনজুরিতে। তবুও ব্রাজিল ফেভারিট। ব্রাজিল সম্পর্কে বলা হয়, তাদের কখনো প্রতিভার অভাব হয় না। নিয়মিতদের অনুপস্থিতিজনিত ঘাটতি বাকিরা সহজেই মেটাতে পারবেন। দলে আছেন ম্যাজিক্যাল রোনালদিনহো, যিনি একাই খেলার ফল বদলে দিতে পারেন। গোলপোস্ট সামলাবেন দিদা অথবা মার্কোস। দু'জনেই ফর্মে আছেন। রক্ষণভাগে আছেন লুসিও, রকো জুনিয়র, গিলবার্তো, বেলেত্তি এবং গিলবার্তো। মাঝমাঠের নেতৃত্বে রোনালদিনহো। তার সঙ্গে আছেন এমারসন, কাকা, গিলবার্তো সিলভা,

জার্মানি : মাইকেল ব্যালাক

এডু।

রবিনহো, আদ্রিয়ানে, রিকার্ডো অলিভিয়েরাকে নিয়ে গড়া আক্রমণভাগ যেকোনো রক্ষণভাগে কাঁপন ধরাতে সক্ষম।

গ্রিস

ফিফা র‍্যাংকিং-১২

কোচ- অটো রেহাগেল

ইউরো চ্যাম্পিয়ন গ্রিসের সাফল্য এসেছিলো দলগত কারণে। কোনো সুপারস্টার নেই, তবুও তারা ইদানীং নিয়মিত ভালো করছে সবার ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায়। টুর্নামেন্টের কঠিন গ্রুপে পড়েছে তারা। তাই সাফল্য পেতে সর্বোচ্চটাই বের করে আনতে হবে।

গোলবার সামলাবেন নিকোপোলিডিশ। সিটারিডিস, লুকাস, ভিনত্রা, ট্যাভলারিডিস, কিরগিয়াকোসদের নিয়ে রক্ষণভাগে যথেষ্ট শক্তিশালী। মাঝমাঠ মাতাবেন ব্যাসিনাস, জাগোরাকিস, জিয়ান্নকোপুলাস, কারাগোনিস। সঙ্গে আক্রমণের দায়িত্ব চ্যারিস্টিয়াস, পাপাডোপুলাস, ভ্রাইজাস ও আমানাতিদিসের।

মেক্সিকো

ফিফা র‍্যাংকিং-৭

কোচ- রিকার্ডো লাভালপ

অতীতের ব্যর্থতা ঝেড়ে ফেলে এখন বেশ গোছানো দল মেক্সিকো। র‍্যাংকিংয়েও অনেক উঠে এসেছে। তবে তাদের সফলতা নির্ভর করছে নিজেরা কতটুকু ভালো খেলে আর প্রতিপক্ষ কতটুকু খারাপ খেলে তার ওপর। রক্ষণভাগের দায়িত্বে আছেন আরোন গালিন্দো, কার্লোস সালসিডো, রাফায়েল মার্কুয়েজ, রিকার্ডো ওসোরিয়ো, হুগো সানচেজ, সালভাদর কারমোনা। মাঝমাঠে আছেন টোরাডো, জিনহা, পাভেল, পারদো, গনজালো পিনেদা, পারলো রডরিগুয়েজ ও লুই পেরেজ। আর বোরগেত্তি, ওমার ব্রাভো, রাফায়েল মারকুয়েজ ও আলবার্তো মেদিনা থাকবেন আক্রমণের দায়িত্বে।

জাপান

ফিফা র‍্যাংকিং-১৭

কোচ- জিকো

এশিয়ার চ্যাম্পিয়ন দল জাপান। নিয়মিত খেলোয়াড় ওনোর অভাব কিছুটা হলেও অনুভব করবে। তাছাড়া দল হিসেবে তারা গোছানো। বিশ্বকাপের টিকেটও নিশ্চিন্ত করেছে। গ্রুপ পর্যায়ে মেক্সিকো আর গ্রিসকে হারাতে হবে পরবর্তী রাউন্ডে যাবার জন্য। তাদের জন্য এটা সম্ভব। কোচ জিকোর নেতৃত্বে দলটা গত বিশ্বকাপ থেকেই ভালো করছে। তবুও টুর্নামেন্টে সাফল্য পেতে হলে নিজেদের ভালো করতেই হবে। সঙ্গে প্রতিপক্ষকেও খারাপ খেলতে হবে। এশিয়ার একমাত্র দল হিসেবে তাদের সাফল্য সবাই আশা করি। রক্ষণভাগ সামলাতে ব্যস্ত থাকবেন তানাকা, চানো, মিয়ামোতো ও স্যান্টোস, কাজিরা। মাঝমাঠের দায়িত্ব হিদেতোশি নাকাতা, কোজি নাকাতা, ইনামোতো, নাকামুরা, ফুকুনিশি পালন করবেন। আক্রমণে আছেন তামাদা, সুজুকি, ওগুরো।

সুস্থ খাসির মাংস

খাসি ভেবে বকরীর মাংস Li‡"Qb না তো? বিয়ে, জন্মদিন কিংবা অন্য যে কোনো অনুষ্ঠানের জন্য আমরা নিজস্ব খামারে, আধুনিক পরিচর্যায় বেড়ে ওঠা সুস্থ খাসির মাংস সরবরাহ করে থাকি। নিশ্চয়তা রয়েছে স্বাস্থ্যসম্মত মাংসের। প্রয়োজনে আপনার সামনে জবাই করে দেয়া হবে।

ব্ল্যাক বেঙ্গল গোট ফার্ম

ফোন : ৯১১৩৭৭১, ০১৭১৩৮৭৩৫৪, ০১৭১৯০৭৪৭৪